"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে থাকো, শ্রীমতের আধারে সর্বদা চলতে থাকো, পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দাও, তাহলে সবাই তোমাদেরকে রিগার্ড দেবে"

*প্রশ্নঃ - অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব কোন্ বাচ্চাদের হওয়া সম্ভব?

*উত্তরঃ - ১ - যারা দেহী-অভিমানী হবে, এর জন্য যখনই কারো সাথে কথা বলবে অথবা বোঝাবে, তখন মনে করবে আত্মা ভাই এর সাথে কথা বলছি। ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি পাক্কা করলে দেহী-অভিমানী হয়ে যাবে। ২ - এই নেশা যাদের রয়েছে যে, আমরা হলাম ভগবানের স্টুডেন্ট, তাদেরই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হবে।

*গীতঃ- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। অন্য কোনো সংস্থাতেই এই রকম বলা হবে না যে, বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছি। বাচ্চারা জানে যে, অবশ্যই সব বাচ্চাদের বাবা হলেন একজনই। সবাই হলো ব্রাদার। সেই বাবার থেকে নিশ্চিতই বাচ্চারা অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সৃষ্টি চক্রের উপরেও তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো যে, এটা হল সঙ্গম যুগ যখন কিনা মুক্তি এবং জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমরা বাচ্চারা জীবন্মুক্তিতে যাবে আর বাকিরা সবাই মুক্তিতে যাবে। সদগতি দাতা, লিবারেটর (মুক্তিদাতা), গাইড তাঁকেই বলা হয়। রাবণ রাজ্যে কতো ধর্ম, রাম রাজ্যে একটিই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। তাকে আর্য আর অনার্য বলে থাকে। আর্যরা সংশোধিত হয় আর অনার্যরা সংশোধিত হয়নি বলা হয়ে থাকে। এর অর্থই কেউ জানে না যে যারা সংশোধিত হয়েছে তারা কি করে অসংশোধিত হলো। আর্য কোনো ধর্ম ছিল না। যারা সংশোধিত হয় তারা ছিলেন দেবতা, তারপর ৮৪ জন্মের পরে তারা অসংশোধিত হতে শুরু করে। যারা উচ্চ থেকে উচ্চকূলের পূজ্য ছিলেন তারাই পূজারী হয়ে যান। ‘‘আমরাই সেই’’ - এর অর্থ বাবা-ই এসে বোঝান। সিঁড়ির চিত্রের উপরেও তোমরা খুব ভালো করে বোঝাতে পারো। এই রকম নয় যে আত্মাই হলো পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। না। এটা তো হলো বিরাট বড় নাটক। তোমরা জানো যে, আমরাই পূজ্য হই অর্থাৎ আমরাই দেবতা তারপর ক্ষত্রিয়.... এই রকম হতে থাকি। সিঁড়ি দিয়ে তো অবশ্যই নিচে নামতে হবে তাই না! এরও হিসাব রয়েছে যে ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়ে থাকে। বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানতে না, আমিই তোমাদেরকে বলি। এ হলো চক্র, তাতে আমরাই দেবতা, আমরাই ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হয়ে থাকি। এখন তোমরা বাচ্চারাই সমগ্র নলেজ প্রাপ্ত করে থাকো। কিন্তু বুঝতে খুব কম জনই পারে। তবেই তো বলা হয়ে থাকে কোটির মধ্যে কয়েকজন এসে এই জ্ঞানকে গ্রহণ করে আর দেবতা ধর্মের হয়ে যায়, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চক্রের উপরে বোঝানো খুব সহজ - এ হলো সত্যযুগ, এটা কলিযুগ ইত্যাদি ইত্যাদি..., কেননা সত্যযুগে বৃক্ষ খুব ছোট হয়ে থাকে। তারপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই বৃক্ষের বিষয়ে কারোরই জানা নেই। আর ব্রহ্মার বিষয়ে তো খুব কমজনই বুঝতে পারে। তাদেরকে বলো মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই তাই না! এরা হলো সবাই অ্যাডপ্টেড বাচ্চা। ওই ব্রাহ্মণেরা হলো গর্ভজাত বংশাবলী আর এই ব্রাহ্মণরা হলো মুখ বংশাবলী। এটা হল পরের রাজ্য, রাবণের রাজ্য। বাবাকে এসে রাম রাজ্য স্থাপন করতে হয়, তো কারোর মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হবে তাই না! দেখো, ইনি এই বৃক্ষের একদম শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছেন, এই বৃক্ষের এখন একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। বাবা বলেন, আমি অনেক জন্মের অন্তিমের জন্মে প্রবেশ করি। এই অন্তিম ৮৪ তম জন্মে। তপস্যা করছেন ইনি (ব্রহ্মা)। আমরা এনাকে ভগবান বলি না। দুনিয়ার মানুষ তো ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে নুড়ি কাঁকড়ে পাথরের মধ্যে বলে দিয়েছে, সেই জন্য তারা নিজেরাই নুড়ি কাঁকড় পাথর তুল্য হয়ে পড়েছে। দেবতাদের কথা তো হলো একেবারেই আলাদা। এখন তোমরা পড়াশোনা করে এই পদ পেয়ে থাকো, কতখানি উচ্চ এই পড়াশোনা। এই দেবতাদেরকে ভগবান ভগবতীও বলা হয়ে থাকে, কারণ তারা পবিত্র আর ভগবানের দ্বারাই এই ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। তো অবশ্যই ভগবান ভগবতী হওয়া চাই। কিন্তু তাদেরকে বলা হয় মহারানী মহারাজা, কিন্তু শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবতী ভগবান বলাও হলো অন্ধশ্রদ্ধা, কেননা ভগবান তো হলেন একজনই। তোমরা শিব আর শংকরকেও আলাদা করে বলে থাকো। এরপরেও লোকে বলবে যে এরা দেবতাদের কথা লুপ্ত করে দিয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে সমগ্র চক্র। কিন্তু যারা মহারথী তারা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। এমন অনেকেই রয়েছে যারা হয়তো শোনে কিন্তু বুদ্ধিতে বসে না, তাহলে তারা কি হবে? পাই পয়সার দাস-দাসী হবে। এরপরে গিয়ে তোমরা সাক্ষাৎকার করতে পারবে কিন্তু সেই সময় আর তখন কিছু করা সম্ভব হবে না। টাইম শেষ হয়ে গেলে তখন কি করতে পারবে। সেইজন্য বাবা সাবধান করতে থাকেন। কিন্তু তখন সকলে উঁচুতে উঠে গেলে কিছু ই আর করা যাবে না। বুদ্ধিরূপী পাত্র সাফ নেই, বুদ্ধিতে নোংরা জিনিস ভরপুর হয়ে আছে।

এরজন্য অনেক বেশী করে পুরুষার্থ করতে হবে। চিত্র দেখিয়ে বোঝানোর অনেক প্র্যাক্টিস করতে হবে। না হলে তো অন্তিম সময়ে অনেক অনুতাপ করতে হবে। এর দ্বারা আত্মার ভোজন প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা তো হল সবাইকে বোঝানোর বিষয়। ভয় পাওয়ার কোনও কথা নেই। বড় বড় স্থানগুলিতে প্রদর্শনী, মিউজিয়াম হলে অনেক নাম হবে। বাবা বলেছিলেন - সকলের থেকে নিজের নিজের ওপিনিয়ন (ব্যক্তিগত মতামত) লেখাও, সেটাও ছাপাতে হবে। বাচ্চাদেরকে অনেক সার্ভিস করতে হবে। এতে চেকও অনেক করতে হবে, সামনের ব্যক্তি বুঝতে চাইছে কি না। এটা হলো নতুন দুনিয়া, এটা হলো পুরানো দুনিয়া। এটা তো যে কেউ বুঝতে পারে শুধু টাইম লম্বা (দীর্ঘ) করে দিয়েছে, এইজন্য সাধারণ মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। যারা দেহী-অভিমানী হয়ে থাকে, অতীন্দ্রিয় সুখে তারাই থাকতে পারে। কেবল ভাষণ শুনিয়ে কাজ হবে না। যখন ভাষণ করো তখন এটাই স্মরণে রাখতে হবে যে আমি আত্মা ভাই, ভাইকে বোঝাচ্ছি। আত্ম-অভিমানী হওয়া - এতে অনেক পরিশ্রম চাই কিন্তু বাচ্চারা বারংবার ভুলে যায়। বাবা-ই এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, গায়নও আছে আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... এর অর্থও তোমরা বুঝে গেছো। যারা মহারথী তারা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করার অনেক প্র্যাক্টিস করবে, তবে তো নিজেকে পাওয়ারফুল মনে করবে। যে নিজেকে আত্মাই মনে করে না, সে কী ধারণা করবে! স্মরণের দ্বারাই তোমাদের মধ্যে শক্তি আসবে। জ্ঞানকে বল (শক্তি) বলা হয় না। যোগবল বলা হয়। যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। এখন তোমাদেরকেই অন্যদেরকে নিজের সমান বানাতে হবে। যতক্ষণ অন্যদেরকে নিজের সমান বানাবে না ততক্ষণ বিনাশও হবে না। যদিও বড়সড় কোনও যুদ্ধ লেগেও যায়, তথাপি বন্ধ হয়ে যাবে। এখন তো অনেকের কাছে বম্বস্ আছে, কিন্তু এটা রেখে দেওয়ার জিনিস নয়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর এক আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা অবশ্যই হবে। কিছুদিন পর সবাই বলবে অবশ্যই এটাই হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। ভগবানও অবশ্যই আছেন। যখন তোমাদের কাছে অনেক লোক আসবে তখন সবাই মান্য করতে শুরু করবে, তারা বলবে - এদের তো বৃদ্ধি হতেই থাকছে, এদের মধ্যে অনেক মাইট (শক্তি) আছে। তোমরা যত যত স্মরণে থাকবে ততই তোমাদের মধ্যে শক্তি আসবে। বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমরা অন্যদেরকে লাইট প্রদান করো। এই দাদাও (ব্রহ্মা) বলেন যে আমার থেকেও এই বাচ্চারা খুব ভালো সার্ভিস করে। এখনও একটু সময় বাকি আছে, যোগে যথার্থরীতি কেউ থাকতে পারে না। নিজেও ফিল (অনুভব) করে যে যোগে আমি দুর্বল, সেইজন্য স্পষ্টভাবে তীর লাগে না। ভগবান কুমারীদের মধ্যে জ্ঞানবান ভরে দেন। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী, তাই না! ইনি হলেন ব্রহ্মা। তোমরা হলে অ্যাডপ্টেড বাচ্চা। ক্রিয়েটার তো একজনই, বাদবাকি সবাই পড়াশোনা করছে। তারমধ্যে এই ব্রহ্মাও আছেন। তাহলে এরা রচনা হয়ে গেল তাই না। তোমরা দেবতা তৈরী হচ্ছো। দৈবীগুণ ধারণ করছো। কোথাও কোথাও দুটি পা (গৃহস্থী যুগল) একইদিকে চলে না। যেন বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাবা নাম নিচ্ছেন না। কিন্তু বুঝে যাওয়া উচিত যে বাবা সত্যই বলছেন। বাচ্চারাও একে-অপরের স্বভাবকে জানতে পারে, যারা একসাথে কাজ করে।

বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমরাই মুকুটধারী ছিলাম। এখন পুনরায় হচ্ছি। প্রথমদিকে তোমরা যখন বোঝাতে তখন তারা মানতে চাইত না। তারপর একটু একটু করে বুঝছে, এতে বুদ্ধি অনেক চাই। আত্মার মধ্যে বুদ্ধি আছে। আত্মা হলো সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে দেহী অভিমানী বানানো হচ্ছে। যতক্ষণ বাবা না আসেন, ততক্ষণ কেউ দেহী-অভিমানী হতে পারে না। এখন বাবা বলছেন - আত্ম-অভিমানী ভব। মামেকম্ স্মরণ করো তো আমার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হবে। এই ধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী। সমগ্র বিশ্বের উপর রাজ্য করে, কম কথা কি? বাবার সাথে যোগ লাগানোর ফলে তোমাদের শক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা হল নতুন কথা, যেটা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। আত্মাদের অসীম জগতের বাবা হলেন তিনিই। তিনিই হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তো শিববাবার অক্যুপেশন বোঝাও যে তিনি এসে কি করেন। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী আর শিব জয়ন্তী দুটোই পালন করে। এখন দুজনের মধ্যে বড় কে? উচ্চ থেকেও উচ্চতর হলেন নিরাকার। তিনি কি করেছেন যার জন্য শিবজয়ন্তী পালন করে, কৃষ্ণ কি করেছেন? লেখা আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা সাধারণ বৃদ্ধ তনে এসে স্থাপনা করেন। অনেক প্রকারের মত মতান্তর আছে। শ্রীমত তো হল একটাই, যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছো। মানব মতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কিভাবে হবে। এই ঈশ্বরীয় মৎ তোমাদের একবারই এই সঙ্গম যুগে প্রাপ্ত হয়। দেবতারা তো মৎ দেন না। মানুষ থেকে দেবতা হয়ে গেলে ব্যস্, সমাপ্ত। সেখানে কেউ গুরু ইত্যাদিও করে না। এখানে মানুষ গুরুর কাছ থেকে মত গ্রহণ করে। তো যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে আমরা হলাম রাজযোগী। হঠযোগী কখনও রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তারা হলোই নিবৃত্তি মার্গের। তীর্থ যাত্রা করতে প্রবৃত্তি মার্গের আত্মাদেরকেই যেতে হবে।

বাচ্চারা তোমরা কোনও বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত যেটার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তোমাদের সার্ভিসও কল্প পূর্বের ন্যায় হচ্ছে। ড্রামাই তোমাদেরকে পুরুষার্থ করাচ্ছে। সেটাও তোমরা করছো পুর্ব কল্পের মতো। পুরুষার্থীর

চাল-চলন দেখে তোমরা বুঝতে পারবে, তবে তো প্রদর্শনীতে গ্রুপ দেখে গাইড দেওয়া হয় যাতে ভালোভাবে বোঝাতে পারে। শিক্ষক বাবা তো ভালোভাবে জানেন। কত বিশাল অসীম জগতের বুদ্ধি বানাচ্ছেন। তোমাদের এই নেশায় থাকতে হবে যে আমরা কার সন্তান। ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। কেউ পড়তে না পারলে পালিয়ে যায়। ভগবানও বুঝতে পারেন এ' আমার বাচ্চা নয়। তোমরা দেখতে থাকবে - ভগবানের বাচ্চা পড়তে-পড়তে পালিয়ে গিয়েছিল, পুনরায় কিছু বুঝতে পেরে আবার ফিরে এসে পড়তে শুরু করে দেয়। তারপর ভালোভাবে যোগ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে। বুঝতে পারে যে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি যে এইরকম স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন তো অবশ্যই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবো। বাবাকে স্মরণ করতে করতে অথবা বাবা-বাবা বলে রোমকূপ শিহরিত যাওয়া উচিত । বাবা আমাদেরকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করাচ্ছেন। আমরা কতোই না ভাগ্যশালী। প্রতি মূহূর্তে বাবার স্মরণ থাকবে, ডায়রেকশন অনুসারে চলতে থাকবে তাহলে অনেক উন্নতি হতে থাকবে। তারপর তাকে সবাই রিগার্ড দেবে। বাবা বলছেন - জ্ঞানী আত্মাদের কাছে অজ্ঞানী আত্মারা নতজানু হবে। দেহ-অভিমানে থাকা আত্মাদের দৈবীগুণের ধারণা হতে পারে না। তোমাদের চেহাড়া ফার্স্ট ক্লাস হতে হবে। বলে যে অতীন্দ্রিয় সুখ তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। পড়াশোনার উপর অনেক অ্যাটেনশন দিতে হবে আর শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তোমাদের যোগের শক্তির দ্বারা বিশ্বও পবিত্র হয়ে যায়। তোমরা যোগের দ্বারা বিশ্বকে পবিত্র বানাচ্ছো। আশ্চর্যের বিষয়। গোবর্ধন পর্বতকে আঙুলের উপর ওঠাতে হবে। এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়াকে যারা পবিত্র বানিয়েছে - এটা হলো তাদেরই নিদর্শন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সত্য জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করার জন্য বুদ্ধিরূপী পাত্রকে সাফ স্বচ্ছ বানাতে হবে। ব্যর্থ কথাগুলিকে বুদ্ধি থেকে বের করে দিতে হবে।

২) দৈবী গুণের ধারণা আর পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে। সর্বদা এই নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা হলাম ভগবানের সন্তান, তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন।

বরদানঃ- নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনের দ্বারা সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিন্ত ভব

নিশ্চয় হলো এই ব্রাহ্মণ জীবনের সম্পন্নতার ফাউন্ডেশন আর এই ফাউন্ডেশন মজবুত হলে সহজ আর তীব্রগতিতে সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত। যাদের যথার্থ নিশ্চয়বুদ্ধি আছে তারা সর্বদাই নিশ্চিন্ত থাকে। যথার্থ নিশ্চয় হলো নিজের আত্ম-স্বরূপকে জানা, মেনে নেওয়া আর সেই অনুসারে চলা আর বাবা যা, যেরকম, যে রূপে ভূমিকা পালন করছেন তাকে যথার্থ রীতিতে জানা। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধিরাই বিজয়ী হয়।

স্লোগানঃ- নিজের সময়কে, সুখকে, প্রাপ্তির ইচ্ছাকে সকলের প্রতি দান যে করে সে-ই হলো মহাদানী।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

যেরকম শুরু-শুরুতে অভ্যাস করতে - হাঁটছে কিন্তু স্থিতি এমনই যে অন্যরা বুঝতে পারে যে কোনও লাইট যাচ্ছে, তার শরীর দেখা যেত না, এই অভ্যাসের দ্বারা সকল প্রকারের পরীক্ষাতে পাশ হয়েছিলে। তো এখন যেহেতু সময় অনেক খারাপ হতে চলেছে, তাই ডবল লাইট থাকার অভ্যাস বৃদ্ধি করো। অন্যরা সবসময় তোমাকে লাইট রূপে দেখবে - এটাই হল সেফ্টী। ভিতরে প্রবেশ করবে আর লাইটের স্তম্ভ দেখবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;